হুমকির মুখে দেশীয় চ্যানেল

একটি চক্র বিদেশী চ্যানেল প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করছে –মামুনুর রশিদ

কামরুল হাসান দর্পণ

ভারতীয় চ্যানেলগুলোর কাছে আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে। কোনভাবেই ভারতীয় চ্যানেল দেখা থেকে আমাদের দর্শকদের বিরত রাখতে পারছে না তারা। চ্যানেলগুলোর ওপর দর্শক জরিপে দেখা যায়, ভারতীয় চ্যানেলগুলো শীর্ষে অবস্থান করছে। যা আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোর অস্তিত্বের জন্য হুমকি। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য দিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার-নির্মাতা ও টেলিভিশন প্রডিউসারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মামুনুর রশিদ। এর মূল কারণ হিসেবে, আমাদের বেশিরভাগ চ্যানেলগুলোর আর্থিক দৈন্যতা ও রুগ্ন অবস্থাকে তিনি দায়ী করেন। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে যে সকল প্রাইভেট চ্যানেল সরকারী অনুমোদন পেয়ে সম্প্রচার শুরু করে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সেসব প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অচলাবস্থাকেও তিনি দায়ী করেন। তিনি বলেন, একটি চক্র আমাদের দেশে ভারতীয় চ্যানেলগুলোকে দর্শকদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তারা চায় না, আমাদের চ্যানেলগুলো দর্শকরা দেখুক। ইতোমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। টিআরপি দর্শক জরিপ (টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট) দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রেটিংয়ে ভারতীয় চ্যানেলগুলো শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। যদিও এ রেটিং নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। কিন্তু এটা সত্য আমাদের চ্যানেলগুলোর চেয়ে দর্শকরা ভারতীয় চ্যানেলগুলো দেখছেন বেশি। তিনি বলেন, এর জন্য আমাদের চ্যানেলগুলোও দায়ী। কারণ মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করে, বেশিরভাগ চ্যানেলগুলো থেকে অনুষ্ঠান সরবরাহ বাবদ আমাদের কোটি কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। চ্যানেলগুলো আমাদের এই টাকা প্রদান করছে না। ফলে আর্থিক সংকটের কারণে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে পারছি না। এ নিয়ে প্রযোজকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা দেশীয় সংস্কৃতির ধারায় উন্নত অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু লাখ লাখ টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ করে যখন দেখি চ্যানেলগুলো টাকা দিচ্ছে না, তখন কিভাবে আমরা ভাল অনুষ্ঠান নির্মাণ করব। এ সুযোগ নিচ্ছে ভারতীয় চ্যানেলগুলোকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করার মিশন নিয়ে নামা চক্রটি। তিনি বলেন, একটা সময় দেখা যাবে আমাদের স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় চ্যানেলগুলোতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কারণ এই চ্যানেলগুলোই আমাদের দর্শকরা দেখা শুরু করেছে। পণ্যের প্রসারের স্বার্থেই তারা সেদিকে যাবে। তিনি বলেন, এটা দুঃখজনক বিষয় যে আমাদের ক্যাবল অপারেটররা শুরুর দিকে ভারতীয় চ্যানেলগুলো সাজিয়ে রেখেছে। আর আমাদের চ্যানেলগুলো খুঁজে পেতে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হয়। অথচ তাদের উচিত আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলো আগে সাজানো। আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোকে বাঁচাতে হলে সরকারকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। একটি সুষ্ঠু নীতিমালা গঠন করে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে বাইরের চ্যানেলগুলো আমাদের এখানে জেঁকে বসবে।

১৫ কোটি মানুষের ত্রিশ কোটি হাত ঃ অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধানের পাঠানো বক্তব্য পাঠ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ১৫ কোটি মানুষের ত্রিশ কোটি হাত এই শিরোনামে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সঙ্গীতা

বাজারে এনেছে একটি দেশাত্ববোধক গানের অ্যালবাম। সোমবার এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে। অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের আসার কথাছিল। ব্যস্ততার কারণে তিনি আসতে পারেন নি তবে অনুষ্ঠানের জন্য পাঠানো তার একটি বক্তব্যপত্র পড়ে শোনানো হয়। অ্যালবামের শিল্পীবৃন্দ এবং সঙ্গীত অঙ্গনের অনেক নামী তারকাদের উপস্থিত ঘটে এই প্রকাশনা উৎসবে। প্রধান অতিথি হয়ে অ্যালবামটির মোড়ক উন্মোচন করেন চ্যানেল আইয়ের এমডি ফরিদুর রেজা সাগর। আলাউদ্দিন আলী পল্লব স্যানালের সুরে অ্যালবামের গানগুলো লিখেছেন মেজর (অবঃ) আনিসুল ইসলাম। গান গেয়েছেন শাহনাজ রহমত উল্লাহ, এ্যান্ড্রু কিশোর, সুবীর নন্দী, আসিফ আকবর, আলম আরা মিনু প্রমুখ। সঙ্গীতার আমন্ত্রণে এই প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বেবী নাজনীন, সুবীর নন্দী, শাম্মী আখতার, আসিফ, রিজিয়া পারভিন, আলম আরা মিনু, শহীদুল্লাহ ফরায়জী, পলাশ, হাসান, রুমানা ইসলাম, ফকির শাহাবুদ্দিন আরো অনেকে। সঙ্গীতার কর্ণধার সেলিম খানের সভাপতিত্বে উপস্থিত শিল্পীদের সকলেই বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন আনজাম মাসুদ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০০৭ প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার : খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দুর্যোগ কর্মসূচী (সিডিএমপি) প্রবর্তিত দুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০০৭ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে প্রদান করা হয়। গত ২০ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়া গ্রুপে এ বছর ৬টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৬ সাল থেকে গণমাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক মিডিয়া গ্রুপে যৌথভাবে প্রথম পুরস্কার পায় অনুষ্ঠান ক্যাটাগরিতে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় প্রচারিত এটিএন বাংলার জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ‘যুক্তি কথন’ ও এনটিভি সংবাদে প্রচারিত যশোর অঞ্চলের ভবদহের জলাবদ্ধতা সমস্যা বিষয়ক দু’পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য এনটিভি স্টাফ করেসপনডেন্ট আহমেদ পিপুল। যুক্ত কথন অনুষ্ঠানকে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত ও এসব বিষয়ে তরুণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস তথ্য প্রবাহ জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। প্রিন্টি মিডিয়া গ্রুপে দৈনিক সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার নিখিল ভদ্র ‘ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ’ বিষয়ক সিরিজ প্রতিবেদনের জন্য প্রথম পুরস্কার, দৈনিক ইনকিলাবের স্টাফ রিপোর্টার মঈনুল হক চৌধুরীর ‘ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বাড়ছে’ বিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার ও যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার পান দি নিউএইজ-এর কুমিল্লা প্রতিনিধি ইয়াসমীন রীমা এবং সাংবাদিক ইমদাদ সিয়াদার। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকারীদের নগদ ২৫ জাহার টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ২০ হাজার টাকা ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদ্বয় ১৫ জাহার টাকাসহ প্রত্যেককেই সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর পরিচালনা প্রশাসন মোঃ আবু সাদেক ও সিডিএমপি-এর সিনিয়র প্রজেক্ট এক্সপার্ট এস এম মোর্শেদ।

আম দুধের মিলনে ফেঁসে গেল আঁটি!

ডিলান হাসান ঃ কাজী হায়াত ও অপু বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। এতে তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। চলচ্চিত্রের বিশিষ্টজনরা তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন। দু’জনের কাউকেই তারা শাস্তি কিংবা ভর্ৎসনা করেননি। বরং স্পোর্টিংলি বিষয়টি মীমাংশা করে দিয়েছেন। এতে চলচ্চিত্রবাসীর খুশি হওয়ার কথা। চলচ্চিত্রের দুর্বল ও নাজুক পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যকার কোন্দল কারোই পছন্দ হওয়ার কথা নয়। এক

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে বিব্রতকর অবস্থায় চলচ্চিত্রবাসী সময় পার করছিলেন। দেরিতে হলেও চলচ্চিত্রের কর্তা-ব্যক্তিরা যে বিষয়টি উপলব্দি করতে পেরেছেন, এজন্য তারা একশ' ভাগ সাধুবাদ পেতে পারেন। কারণ নিজেরা নিজেরা বিবাদ করলে ক্ষতির পরিমাণ ষোল আনা, আর লাভের খাতায় শূন্য ছাড়া কিছুই যুক্ত হয় না– বিষয়টি তারা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তারা বিষয়টির সুরাহার উদ্যোগ নিয়ে একটি সন্তোষজনক সমাধান দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এই সন্তোষজনক কাজে যেন একটু কলংকই লেগে রইল। বিষয়টি এরকম, 'পাটা-পুতায় ঘষাঘষি মরিচের দশা শেষ'। এই মরিচ হয়ে রইলেন ছয়জন পরিচালক ও সহকারী পরিচালক– এক বছরের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। কাজী হায়াত ও অপুর কপালে শাস্তি না জুটলেও, খেটে খাওয়া এই ছয় জনের ঠিকই জুটে গেল। এটা কী বিচারের নামে প্রহসন ও অমানবীয় বিচার নয়? ঘটনার কেন্দ্রীয় দুই চরিত্র যদি মাপ পেয়ে যায়, তবে পার্শ্ব চরিত্ররা কেন মাপ পাবে না? এমন প্রশ্ন ওঠেছে চলচ্চিত্রাঙ্গনে। যেদিন ঘটনার মীমাংশা হয়, সেদিনই পরিচালক সমিতিতে এক সিনিয়র চলচ্চিত্র সাংবাদিক ক্ষুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'আম-দুধ মিশে গেছে। আঁটি ফেঁসে গেছে'। ঘটনার যদি সমঝোতাই হয়, তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা কেন ক্ষমা পাবে না?। এ বিচারের কোন অর্থ হয় না। কারণ যে ছয়জন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছিলেন, তারা কাজী হায়াতের পক্ষ নিয়েই জড়িয়েছিলেন। কাজেই কাজী হায়াত ও অপু মাপ পেলে তারা কেন পেল না? কর্তা-ব্যক্তিরা একবারও ভাবল না, যে ছয়জনকে শাস্তি দিল, তারা এফডিসিতে কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়। এক বছর কাজ করতে না পারলে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদের কী অবস্থা দাঁড়াবে– একবারও কি কর্তা-ব্যক্তিদের বিবেকে বিষয়টি নাড়া দেয়নি! তাদের মনে যদি মানবিকতার লেশমাত্র থেকে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তারা বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

বলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। যোধা আকবর (হৃতিক রোশন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন) ২। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট (অনীল কাপুর, শেফালী শাহ, অনুরাগ সিনহা) ৩। তারে জমিন পার (আমীর খান, দারশিল সাফারি, টিসকা চোপড়া, বিপিন শর্মা) ৪। টোয়েন্টি সিক্সথ জুলাই অ্যাট বারিস্টা (সিমরান বেদ, রোহিনী হাত্তাঙ্গাদী, আমীর দুগাল) ৫। মিথ্যা (রনবীর শোরে, নেহা ধুপিয়া, নাসিরুদ্দীন শাহ)

হলিউড শীর্ষ পাঁচ

১। হর্টন হিয়ার্স আ হু (অ্যানিমেশন, কণ্ঠ ঃ জিম ক্যাবি, স্টিভ ক্যারেল) ২। মীট দ্য ব্রাউনস (টাইলার পেরি, অ্যাঞ্জেলা ব্যাসেট, রিক ফক্স) ৩। শাটার (জশুয়া জ্যাকসন, রেচেল টেলর, মেগুমি ওকিনা) ৪। ড্রিলবিট টেলর (ওয়েন উইলসন, ডেভিড ওফম্যান লেসলি ম্যান) ৫। টেন থাউজেন্ড বি.সি. (স্টিভেন স্ট্রেইট, ক্যামিলা বেল, ক্লিফ কার্টিস)

ও আমার চক্ষু নাই-এর ৩৫০ পর্ব উপলক্ষে প্রীতি সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার : এটিএন বাংলায় প্রচার চলতি মেগাসিরিয়াল মহম্মদ হান্নানের 'ও আমার চক্ষু নাই'-এর ৩৫০ পর্ব উপলক্ষে সম্প্রতি আয়োজন করা হয় এক প্রীতি সম্মেলন। ঢাকার অদূরে পূবাইলের ভাদুনে কোরিয়া বাড়ী নামক শূটিং স্পটে ধারাবাহিকের শিল্পী-কলাকুশলীরা হৈচৈ আর আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে পার করে দেন পুরো একটা দিন। ছোটপর্দার ইতিহাসে এই প্রথম কোন ধারাবাহিক ৩৫০ পর্ব অতিক্রম করেছে সাফল্যের সঙ্গে। এ কারণে ৫০০ পর্বের দিকে এগিয়ে চলা ধারাবাহিকের শিল্পী-কুশলীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ছিল অন্যরকম। বয়স ভুলে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন ক্যামেরা, অ্যাকশন, ওকে আর শর্ট না থাকার কারণে। শর্মিলী আহমেদ, কে এস ফিরোজ, মিনারা জামান, সিরাজ হায়দার, পল্লব, সুমনা সোমা, ফারজানা ছবি, শাকিবা, নাসিম কুমকুম, ম. মোর্শেদ, কোহিনুর, শাহাবুদ্দিন কমল, কাজী রাজ, উদয়, টিটু,

চোপড়া প্রমুখ শিল্পীরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার স্মৃতিচারণ করেন। নাসিমের উপস্থাপনায় শিল্পীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হন। 'ও আমার চক্ষু নাই' পরিবারের প্রধান কর্তা কে এস ফিরোজ ও প্রধান কর্ত্রী শর্মিলী আহমেদ পিতা-মাতার মতো আগলে রাখেন পুরো ইউনিটকে। ইউনিটের প্রধান কর্তা পরিচালক মহম্মদ হান্নান পুরো ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখেন সুন্দরভাবে, নির্ভেজালরূপে। প্রীতি সম্মেলনে শিল্পীদের সঙ্গে ক্যামেরাম্যান জেড এইচ টুটুল, সহযোগী পরিচালক শিবলী কাইয়ূম, প্রধান সহকারী পরিচালক দিদারুল ইসলাম শোয়েব, সহকারী পরিচালক তোফাজ্জলের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রযোজক মাহমুদ হক শামীম, পরিচালক বজলুর রাশেদ চৌধুরী, হাছিবুল ইসলাম মিজান, ফিরোজ আলম, সাংবাদিক মোহাম্মদ আওলাদ হোসেনসহ সবাইকে অভ্যর্থনা জানান পরিচালক মহম্মদ হান্নান। এরপর অনানুষ্ঠানিক স্মৃতিচারণের শুরুতেই শর্মিলী আহমেদ জানালেন, ৩৫০ পর্বের কথা শুনে আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী আফসানা মিমি জানান ভালবাসার কথা। আফসানা মিমি যখন জানতে পারে 'ও আমার চক্ষু নাই' ৩৫০ পর্ব অতিক্রম করে ফেলেছে তখন আনন্দে তিনি একটি লিখিত শুভেচ্ছাপত্র পাঠান পরিচালক মহম্মদ হান্নানের কাছে। সেইসঙ্গে দশ কেজি মিষ্টি। শুভেচ্ছাপত্রে জরুরী কাজের জন্য চমৎকার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আফসানা মিমি বলেন, একদিন তিনি 'ও আমার চক্ষু নাই'-এর শূটিংয়ে এসে ঘুরে যাবেন। এটিএন বাংলার ক্যামেরা ধারণ করে পুরো অনুষ্ঠানটি। মহম্মদ হান্নান জানান, ২০০৪ সালের ৩রা অক্টোবর 'ও আমার চক্ষু নাই'-এর প্রথম পর্ব প্রচারিত হয়। সেই থেকে অবিরামভাবে চলছে এই মেগাসিরিয়াল। চলবে অন্তত ৫০০ পর্ব– এই প্রত্যাশা ছিল সবার চোখেমুখে। মহম্মদ হান্নান জানান, এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমানের অকৃপণ সহযোগিতায় 'ও আমার চক্ষু নাই' হাজার পর্ব অতিক্রম করার চেষ্টা করবে।

জেমস বিজ্ঞাপনের শূটিং হবে বোম্বেতে ঃ চলছে প্রস্তুতি...

স্টাফ রিপোর্টার ঃ একটি কোমল পানীয় বিজ্ঞাপনে নগর বাউল জেমসের মডেল হওয়া চূড়ান্ত হয়েছে। তিনি গ্লোব সফট ড্রিংকসের একটি ব্র্যান্ডে মডেল হয়ে আসছেন। এর শূটিং হবে বোম্বেতে। সেরকমই প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। গত শনিবার গ্লোব সফট ড্রিংকসের সঙ্গে জেমসের মডেল হওয়ার সব বিষয় চূড়ান্ত করা হয়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময় এই প্রতিষ্ঠানের কোমল পানীয়র পণ্যে মডেল হয়েছেন নায়ক রিয়াজ, মাহফুজ, শ্রাবন্তী, মোনালিসা, সুমাইয়া শিমুসহ অনেকেই। তবে সঙ্গীতের কোন তারকা বলতে এর আগে এই গ্লোব সফট ড্রিংকসের কোমল পানীয় টাইগার এনার্জি ড্রিংকসের মডেল হন আইয়ুব বাচ্চু। এবার ব্যান্ড সুপারস্টার জেমস আসছেন গ্লোবের মডেল হয়ে। জেমস এর আগে পেপসির মডেল হয়েছিলেন।

ইতালি প্রবাসী উদীয়মান মডেল অভিনেতা সান

স্টাফ রিপোর্টার : ইতালি প্রবাসী মডেল অভিনেতা সানের স্বপ্ন দেশের মিডিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সুদূর ইতালিতে দশ বছর যাবৎ ব্যস্ত থাকলেও স্বপ্ন পূরণের জন্য নিজেকে তৈরি করতে ভুল করেননি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জিম করে নিজের শরীরের গঠনকে করেছেন আকর্ষণীয়। সেই সঙ্গে অভিনেতা হওয়ার অনেক শর্তের একটি নাচকে রপ্ত করেছেন মুম্বাই স্টাইলে। বর্তমানে তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে জনপ্রিয় কঙ্গো নাচ শিখছেন বলে জানালেন। সান ইতোমধ্যেই 'মেগা টি'র বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হয়েছেন। পাশাপাশি অভিনয় করেছেন টেলিফিল্ম 'তোমার চোখে সকাল দেখি'তে। প্রায়ই দেশে আসেন সান। এসেই টুকটাক কাজ করে যান। সম্প্রতি দেশে এসে এই টেলিফিল্মের কাজ করলেন সান। এফডিসিতেও গিয়েছিলন। মাতৃত্ব খ্যাত পরিচালক জাহিদ হোসেন তার 'জীবন যন্ত্রণা' ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন সানকে। কিন্তু সময়ের অভাবে তিনি সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেননি। তবে সহসাই দেশে ফিরে অনেকদিন থাকবেন বলে জানালেন সান।

তখন কাজ করবেন চলচ্চিত্র এবং নাটকে। সানের ভাল নাম নজরুল ইসলাম। ইতালিতে সান নামেই পরিচিত। এই নামেই কাজ করেছেন ইতালির ডিএনজি কোম্পানির ফ্যাশন হাউজ ও জিমনেশিয়াম এবং মিউজিক্যাল অ্যালবামের মডেল হিসেবে। দেশে মডেল হয়েছেন ফ্যাশন হাউজ বাংলার রূপ, আরিয়ান্স জেন্টাল পার্ক এবং উত্তরা জিমনেশিয়ামের। বরিশালের আগৈলঝড়ার খেজুরিয়া গ্রামের সন্তান নজরুল ইসলাম সান প্রবাসে থাকলেও দেশের জন্য তার মন ভীষণ পোড়ে। যে কোন দুর্যোগের কথা শুনলেই তিনি দেশে ছুটে আসেন। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে আক্রান্ত মানুষদের পাশে সামর্থ্যানুযায়ী দাঁড়িয়েছিলেন সান। এলাকায় স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসায় নিয়মিত সহায়তা করেন তিনি। ইতালির রোমে একটি সাইবার ক্যাফের পরিচালক নজরুল ইসলাম সান বলেন, সবকিছুর পরেও আমার স্বপ্ন মিডিয়ায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। ভাল সুযোগ পেলে আমি সবার মন জয় করতে পারবো।

চমক নিয়ে আসছে আমাদের ছোট সাহেব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সময়ের সেরা চিত্রপরিচালক এফ আই মানিক পরিচালিত আমাদের ছোট সাহেব-এর শূটিং শেষ। বিগ বাজেটে নির্মিতব্য সিনেমাটি নিয়ে ইতোমধ্যে চলচ্চিত্রাঙ্গনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এর গল্প, গান সর্বোপরি নির্মাণশৈলী আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে হালের ক্রেজ গায়ক বালামের গাওয়া গান আগেভাগেই পাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বালামের গান সিডিতে ছাড়ার জন্য সিনেমাটির প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। বালাম আমাদের ছোট সাহেব-এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো প্লে ব্যাকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফলে তার গানের প্রতি শ্রোতাদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি উপলব্ধি করেই সঙ্গীত প্রযোজনা সংস্থাগুলো আমাদের ছোট সাহেবে গাওয়া তার গান পেতে আগ্রহী। এদিকে সিনেমাটির প্রযোজক সাজ্জাদ হোসেন জানান, সিনেমাটিতে সর্বোত্তম বিষয় যুক্ত করতে আমি কার্পণ্য করিনি। সেট অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে শুরু করে লোকেশন, সেই সঙ্গে গল্প ও গান– কোন ক্ষেত্রেই ছাড় দেয়া হয়নি। আশা করছি একটি সুন্দর সিনেমা দর্শকরা উপভোগ করতে পারবেন। মূল নায়ক-নায়িকা হিসেবে আছেন শাকিব খান, অপু বিশ্বাস, সাহারা। নির্মিত হয়েছে তরণী কথাচিত্রের ব্যানারে।

পর পর চার সপ্তাহে শাকিব খান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পর পর চার সপ্তাহে শাকিব খান অভিনীত ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিগুলো হচ্ছে ঃ ২৮ মার্চ মহম্মদ হান্নান পরিচালিত টিপটিপ বৃষ্টি, ৪ এপ্রিল ওয়াকিল আহমেদ পরিচালিত ভালবাসার দুশমন, ১১ এপ্রিল শাহীন সুমন পরিচালিত সন্তান আমার অহংকার, ১৮ এপ্রিল শাহাদত হোসেন লিটন পরিচালিত তুমি স্বপ্ন তুমি সাধনা। এইসব ছবিগুলোর মধ্যে টিপটিপ বৃষ্টি ও ভালবাসার দুশমনে শাকিবের নায়িকা শাবনূর এবং সন্তান আমার অহংকার ও তুমি স্বপ্ন তুমি সাধনা ছবিতে নায়িকা অপু বিশ্বাস।

পর পর চার সপ্তাহে শাকিব অভিনীত ছবিগুলো মুক্তি পাওয়া নিয়ে সিনেমাহল মালিকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। কেউ বলছেন এখন দর্শকের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শাকিব খান। তিনি যদি এমন ঘন ঘন দর্শকের সামনে আসেন তাহলে তার প্রতি দর্শকের আগ্রহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছবির প্রযোজকদের উচিৎ শাকিব অভিনীত একটি ছবি মুক্তির অন্তত দুই সপ্তাহ পর আরেকটি ছবির মুক্তি দেয়া। আবার কেউ বলছেন, শাকিবের ছবি ছাড়া অন্য কোনো নায়কের ছবি এখন চলেও না। সেক্ষেত্রে আর উপায় কি? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শাকিবকে যদি দর্শকরা একবার প্রত্যাখান করে তাহলে নির্মাতারা তখন কার ওপর ভরসা করবেন? এজন্যই শাকিবের দর্শক চাহিদা থাকতে থাকতেই তাকে দিয়ে হিসাব করে ছবি বানাতে হবে।

সুকণ্ঠী গায়িকা মানা'র ভালোবাসা নিও

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সুকণ্ঠী গায়িকা মানা'র নতুন অডিও সিডি 'ভালোবাসা নিও' সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। মিষ্টি গানের এই অ্যালবামটি ইতোমধ্যে বেশ শ্রোতাপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাউন্ডটেক থেকে প্রকাশিত 'ভালোবাসা নিও' অ্যালবামে মোট ১২টি গান রয়েছে। ফোক এবং আধুনিক গানের সংমিশ্রণে অ্যালবামের প্রতিটি গানই ভিন্ন স্বাদের। শিল্পী নাসরিন নাহার মানা'র সঙ্গীতে হাতেখড়ি ছোটবেলা থেকে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী মানা'র প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম 'ভালো যদি বাস সখী' ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়ে সুধীমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। এরপর রিমিক্স অ্যালবাম 'বয়েই গেছে' ২০০৪ সালে বের হয়। সর্বশেষ তার একক অ্যালবাম 'ভালোবাসা নিও' সাউন্ডটেক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মানা বলেন, সঙ্গীত হচ্ছে সাধনার বিষয়। আমি ছোটবেলা থেকে সাধনা করে আসছি। এখনো আমি সাধনার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করছি। আমি চাই একজন ভাল শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ভাল গান শ্রোতাদের উপহার দিয়ে চিরদিন তাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

প্রযোজনায় শিল্পা শেঠী

বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী শিল্পা শেঠী প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। জানা গেছে, বিপুল বাজেটে তিনি একটি অ্যাকশন কমেডি চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। এই নির্মিতব্য চলচ্চিত্রটিতে বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুশলী কাজ করবেন। চলচ্চিত্রটি টাইটেল এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। শিল্পার এসটু গ্লোবাল প্রডাকশন-এর ব্যানারে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হবে। শিল্পার প্রচার কর্মকর্তা খরচটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্রটিতে দুজন নায়িকা থাকবে। শিল্পা হবেন একজন, এখন তিনি আরেকজন নামী বলিউড নায়িকাকে চুক্তিবদ্ধ করবার প্রক্রিয়ায় আছেন।

ব্রিটিশ টেলিভিশনের সেলিব্রিটি বিগ ব্রাদার-এর ২০০৭ মৌসুমে জয়ী হবার পর শিল্পা শেঠীর নাম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে ফির মিলেঙ্গে (২০০৪), দাস (২০০৫), আপনে (২০০৭) এবং মেট্রো (২০০৭)-এর মাধ্যমে তিনি বলিউডে তার নাম উজ্জ্বল করেন। সেলিব্রিটি বিগ ব্রাদার জয়ী হবার পর শিল্পা খুব বেছে বেছে চলচ্চিত্র স্বাক্ষর করছেন। এ প্রসঙ্গে শিল্পার মুখপাত্র বলেন, শিল্পা এখন শুধুমাত্র সে সব চরিত্রে অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে– যা তাকে সৃজনশীল সন্তুষ্টি দেবে।

শোনা যায় হলিউড থেকে শিল্পার জন্য বেশ কিছু অফার এসেছে। মুখপাত্র বলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের পর এটা খুব স্বাভাবিক যে তার কাছে এমন অফার আসবে। শিল্পা শেঠী মুক্তি প্রতিক্ষিত চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে সানি দেওল এবং নীরাজ পাঠকের সহাভিনয়ে দ্য ম্যান এবং উরু প্যাটেলের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র হনুমান। দ্য ম্যান-এ শিল্পা এক সাধারণ মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যে রাতারাতি তারকায় পরিণত হয়। হনুমান তিনি সীতা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। হনুমান এ কিয়ানু রীভসের রাম চরিত্রে অভিনয়ের কথা।

কে হবেন হ্যারিসন ফোর্ডের বিয়ের খানসামা

তারকা খানসামা জেমি অলিভিয়েরের রন্ধন কলায় ইন্ডিয়ান জোনস তারকা হ্যারিসন ফোর্ড এতোটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে তারা আশা তার বিয়ের খাবার রান্না করাবেন তাকে দিয়ে। হ্যারিসন (৬৫) এ বছরের গ্রীষ্মেই অ্যালি ম্যাকবিল তারকা ক্যালিসটা ফ্লকহার্টকে ক্যালিফোর্নিয়ায় বিয়ে করছেন। ফোর্ড-ফ্লকহার্ট-এর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানিয়েছেন, এই জুটি নেকেড শেফ জেমির দারুণ ভক্ত। আর তাই তারা তাকে তাদের বিয়ের খাবার রান্না করবার জন্য নিয়োগ দিতে চান।

জানা গেছে, হ্যারিসন ফোর্ড এবং ক্যালিস্টা ফ্লকহার্ট এরই মধ্যে জেমি'র বন্ধু জেনিফার ও অ্যালিন্টনের সঙ্গে একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে আলাপ করেছেন। জেনিফার একবার তার প্রাক্তন স্বামী ব্র্যাড পিটের জন্য বিশেষ

ভোজের জন্য জেমিকে লস অ্যাঞ্জেলেসে আনিয়ে দিয়েছিলেন।

হলিউডের একটি সূত্র বলেছে, হ্যারিসন ও ক্যালিস্টা জেনিফারের সঙ্গে তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে কথা বলেছে। জেনিফার জানিয়েছে, জেমি অতীতে তার জন্য খুব ভাল ভাল ডিশ রান্না করেছেন। তারপরই ক্যালিস্টা বলেন, 'তার সার্ভিস নিশ্চিত করার উপায় কী হ্যারিসন ফোর্ড স্বীকার করেছেন। তিনি এবং তার প্রেমিকা মাঝে মাঝে জেমির রেসিপি থেকে রান্না করে থাকেন। তিনি বলেন, 'আমরা রান্না করতে খুব পছন্দ করি। ক্যালিস্টা খুব ভাল রাঁধুনী। আমরা জেমি অলিভিয়েরের ভক্ত।'

গ্রন্থনা : মোহাম্মদ শাহ আলম